ভোরের কাগজ

তারিখ ... 04 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ছাত্রী উপবৃত্তি : কতিপয় দুর্নীতি

হাজার হাজার নয়, আজকাল লাখ লাখ মেয়েকে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে যেতে দেখা যায়। যেটা আগে ছিল না। এটা সম্ভব হয়েছে 'ছাত্রী উপবৃত্তি' ব্যবস্থাটির কারণে। বাংলাদেশ সরকারের একটি মহান উদ্যোগ এটি। দেশের হতদরিদ্র পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ায় ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করাই এই ব্যবস্থাটির উদ্দেশ্য। কিন্তু আলোর উৎসের নিচেই আঁধারের অবস্থান। এদেশের মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সুশিক্ষিত করতে সরকারের এই মহৎ উদ্যোগটি মোটেই সুপথে পরিচালিত হচ্ছে না। ব্যবস্থাটির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা উপবৃত্তি দেওয়ার প্রচলনের শুরু থেকেই ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এতে কোমলমতি ছাত্রীদের ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ ছাত্রীদের সহায়তায় দুর্নীতিবাজরা আর্থিক সুবিধা লুফে নিচ্ছে। কতিপয় ছাত্রীও দুর্নীতিগ্রস্ত।

দুর্নীতির রকমফের : এক. একজন ছাত্রী নির্দিষ্ট স্কুল/মাদ্রাসা/কলেজের ছাত্রী হয়েও একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়ে অতি সহজেই উপবৃত্তি নিতে পারে। প্রচুর সংখ্যক ছাত্রী এক একজন কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচটি স্কুল/মাদ্রাসায় নাম লিখিয়ে কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে ভাগ-বাটোয়ারার ভিত্তিতে উপবৃত্তি তুলছে বলে জানা গেছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পেশার রূপ নিয়েছে। যেটা তাদের অবৈধভাবে অর্থ রোজগারের উৎস।

দুই. ক্লাসে শতকরা ৭৫ ভাগ উপস্থিত না থেকেও অথবা ক্লাসের প্রতিটি পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৪৫ নম্বর না পেয়েও অথবা ঠিক সময়ে ভর্তির জন্য ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে ভর্তি হতে না পারলেও কতিপয় ছাত্রী ঠিকই পরবর্তী উঁচু ক্লাসে উত্তীর্ণ হচ্ছে এবং উপবৃত্তি পাচ্ছে। এটা তখনই সম্ভব হচ্ছে যখন ঠিক সময়ে ভর্তি দেখিয়ে তাদের দুর্নীতিবাজ শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষদের উপবৃত্তির কিছু অংশ ভাগ-বাটোয়ারা পাওয়ার মাধ্যমে।

তিন. অনেক সময় দুস্থ অসহায় ছাত্রীদের অভিভাবক ও সরল কোমলমতি ছাত্রীদের উপবৃত্তি থেকে বিভিন্ন অজুহাতে, অধিকাংশ সময়ে মিথ্যা অজুহাতে উপবৃত্তির শতকরা হিসাবে হাইস্কুল/মাদ্রাসাগুলোর কর্তৃপক্ষ অর্থ কেটে নেয়। এতে গরিব ছাত্রীদের করার কিছুই থাকে না। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তাদের আর্থিক সুবিধা ব্যাহত হয়। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় না। অবস্থাটা দাঁড়ায় 'যাহা লাউ তাহাই কদু'র মতো অবস্থা।

আইনগত ব্যবস্থা : উপরোক্ত সমস্ত কার্যাবলীয় অবশ্যই অবৈধ। গ্রেপ্তারযোগ্য বা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এসব প্রতারণা ধরা পড়লে ছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ গ্রেপ্তার হয়ে যাবে এবং বিচারে পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা অনাদায়ে পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হবে।

ছাত্রীদের উপর কুপ্রভাব : ছাত্রীরা নিজেরাও এ বয়স থেকেই প্রতারণাটা রপ্ত করতে শেখে বৈকি। তারা শেখে যে, একটু এদিক-ওদিক করলেই, একটু প্রতারণার আশ্রয় নিলেই অর্থ পাওয়া যায়। তাদেরই অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা-অভিভাবক সকলেরই খোলাখুলি সহযোগিতায়। মোট কথা, উপবৃত্তি নিতে গিয়ে তাদের নিজেদেরই মহান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অতি অল্প বয়সেই তারা প্রতারণার প্রথম পাঠটা অত্যন্ত ভালোভাবেই শিখছে। দুর্নীতির এই জঘন্য বীজটা এ বয়সেই তাদের মনের গভীর অন্তঃস্থলে বপন হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এই দুর্নীতি ব্যাধির প্রতিফলনটা দেখা যায়, লক্ষ্য করা যায়, ঐসব ছাত্রী নিজেদেরই ব্যক্তিগত-সামাজিকগত-কর্মগত-রাষ্ট্রীয়গত-আন্তর্জাতিকগত এবং পারিবারিকগত জীবনকালেও। তারা এই ছাত্রী জীবন থেকেই নিজেদের মনের অজান্তেই তাদের শিক্ষক-অভিভাবক সমাজের প্রতি সঠিক শ্রদ্ধাবোধটা হারিয়ে ফেলে।

এই সমস্ত আদর্শগত শিক্ষাবঞ্চিত ছাত্রীদের কাছ থেকে সমাজ কি আশা করতে পারে? তাদের মনে বপন হওয়া দুর্নীতির এসব বীজকে আমাদের সচেতন সমাজ কি উপড়ে ফেলতে পারবে না? উপবৃত্তি ব্যবস্থাটির সঠিক প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে। এতে প্রয়োজন শিক্ষক-সমাজ, অভিভাবক সকলেরই সযত্ন প্রচেষ্টা। নইলে ভবিষ্যতে নারী সমাজের অবকাঠামোতে ভাঙন দেখা দিবে। সমাজ বঞ্চিত হবে আদর্শ নেত্রীত্ব, আদর্শ মাতৃত্ব থেকে।

□ কামরুন নাহার নীরা